মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ২৫ | বর্ষঃ তৃতীয় | জানুয়ারী ২০০৭

রাজধানীতে মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গত ২১ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে ঢাকা মহানগর দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ মোঃ রবিউল হাসান অবৈধ মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩ জনকে খালাস দেওয়া হয়। নিজ ঘরে হেরোইন রাখার দায়ে মাদক ব্যবসায়ী ইদ্রিস আলীকে এ দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। ইদ্রিস আলীর গ্রামের বাড়ি নওগাঁ জেলার চকবাড়িয়া বালিয়াডাঙ্গায়। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন-মোছাঃ জহুরা বেগম ওরফে অঞ্জনা, মোঃ সোনা মিয়া ও সুভাষ প্রামাণিক। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর রাতে খিলগাঁও থানার রামপুরা বনশ্রী আবাসিক এলাকার ই-ব্লকের ১ নম্বর রোডের ৮ নম্বর বাড়ির ৩য় তলার ১০৫ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে ৬০০ গ্রাম হেরোইনসহ ইদ্রিস আলী প্রামাণিক ওরফে আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করে। এ সময় হেরোইন বিক্রির নগদ ৮০ হাজার টাকা ও হেরোইন ওজন করার নিক্তি-বাটখারা জব্দ করা হয়।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ডিসেম্বর/০৬ মাসে মোট ৪৪৮ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। ডিসেম্বর/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং- ৯ টি।
২. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ২ টি।
৩. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৩৬২ টি।
৪. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৬০ টি।
৫. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ১৪ টি।
৬. অন্যান্য কর্মসূচী- ১ টি।

চট্টগ্রামে ৯০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের পাঁচলাইশ সার্কেল গত ১৭ জানুয়ারী, ২০০৭ তারিখে ৯০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ একজনকে গ্রেফতার করে। ঘটনার দিন চট্টগ্রামের এ কে খান রোডস্থ রাস্তার মোড়ে একটি ট্রাকে পাচারের সময় ফেন্সিডিলগুলো উদ্ধার করা হয়। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ নজরুল ইসলাম (৩৮) কে গ্রেফতার করা হয়। ফেন্সিডিল পাচারের কাজে ব্যবহৃত ট্রাক চট্টঃ মেঃ-ঠ-১১-১৩৩৭ আটক করা হয়। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ আইন ১৯৯০ সালের আওতায় আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরপূর্বক সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ডিসেম্বর/০৬ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪৩৪ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১৫৭ জন এবং বহিঃ বিভাগে ২৭৭ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। ডিসেম্বর/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৪৮	১১১	১৫৯	৯১	৬৮
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	-	৩	৩	১	২
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	১	১	-	১
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-		-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৩	৬৯	৭২	৩২	৪০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৫২	৬২	১১৪	৭৩	৪১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৫৪	৩১	৮৫	৩১	৫৪
মোট	১৫৭	২৭৭	৪৩৪	২২৮	২০৬

সম্পাদকের কথা

বয়োঃ সন্ধির মনস্তাপ মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ

দায়িত্বহীন, স্বার্থপর, অপরিপক্ক, আনন্দ-পিপাসু লোকদের মাঝেই মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা হিসেবে আবার এমনও দেখা গেছে যে, দীর্ঘদিন স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পর হঠাৎ করেই কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ যেকোন মানুষকে মাদকাসক্তির মতো স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়না। বয়স্কদের মাঝে ভয়-শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা থেকে যে-কোন সময় মাদক প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। বয়স্কদের রয়েছে জীবন সংগ্রামের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ সংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে বাস্তবকে যখন রূঢ় মনে হয়, পরাজয়ের গ্লানি যখন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে সেসব দুর্বল মুহূর্তে বয়স্কদের কেউ কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং এই বদভ্যাসকে তারা কর্মস্থলেও নিয়ে আসে। বয়স্কদের তুলনায় অল্প বয়েসী মাদকাসক্তদের ক্ষেত্রে বিপরীত কারণগুলোই বরং অধিকতর প্রযোজ্য বলে মনে হয়। মাদকাসক্ত যুবকদের মাঝে বড়দের মতো জীবনযাত্রার বাস্তব জটিলতা ও স্নায়বিক চাপ থাকেনা। একই বয়সের অন্যান্য যুবকদের তুলনায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থও নয়। বরং যুবকদের প্রকৃতিগত উৎসাহের অনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতাই মাদকাসক্তির জন্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী। যেমনঃ তরুণ বয়সে ছেলে-মেয়েদের মাঝে নানা ধরণের কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন, অবাস্তব চাহিদা ও রঙ্গীন স্বপ্নের উদয় হয়। তার এই জানার আকাঙ্খা ও পাওয়ার ইচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপূর্ণ থেকে যায়। ফলে তার ব্যক্তিগত জীবনে এক ধরনের অতৃপ্তিবোধ ও হতাশা কাজ করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কৌতূহল নিবৃত্তি অথবা অতৃপ্তি দূরীকরণে তরুণদের মাঝে মাদক প্রবণতা জাগতে পারে। তাছাড়া যুবক-যুবতীরা সব সময়েই একই বয়সের সঙ্গী-সাথীদের সান্নিধ্য কামনা করে। দল বেঁধে খেলা-ধূলা ও বিনোদন এদের জন্যে অপরিহার্য। এসব কাজে সম্পৃক্ত হয়ে তারা অপরের মাঝে নিজেদের চক্রের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি কামনা করে। একইভাবে সম বয়েসী কোন চক্রের সদস্যরা যখন মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারী এসব কিশোর ও যুবকরা তখন তাদের কাজের প্রতি সঙ্গী-সাথীদের সমর্থন আদায় ও একই আচরণে অভ্যস্থ হতে বন্ধুদেরও প্রভাবিত করে। প্রথমবার স্বাদ নেয়ার পর এর প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয়বার তাকে আবারো আকৃষ্ট করে এবং ক্রমশঃ সে তা গ্রহণে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এটি গ্রহণ না করলে সে অস্বস্থিবোধ করে। এক পর্যায়ে তা সুপ্ত অবস্থা থেকে স্থায়ী আসক্তিতে পরিণত হয়। বিশেষতঃ তরুণ বয়সে কৌতূহলের মাত্রা বেশি থাকায় বিপথগামী বন্ধুদের সাহচর্যে সহজেই যে কেউ এ ধরনের নেশায় অভ্যস্থ হয়ে পড়তে পারে। এভাবে বেশির ভাগ মাদকাসক্তই অল্প বয়সে, বয়োঃসন্ধিক্ষণে কিংবা তারো আগে মাদকদ্রব্য গ্রহণ শুরু করে। এজন্যে সন্তানদের মাদকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি অভিভাবকের উচিত তাদের সন্তানদের সাহচর্যে থাকা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক ডিসেম্বর/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৯৭	৯৭
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৭	৫৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৪	৪৫
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৯	২১
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৮	৭
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	৮
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৬	৩৫
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৩	১৩
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪৪	৪০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৭
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৪	২৫
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৩
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৫	৪
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৪	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	-
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৩	৪৪
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৮
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৫
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৩	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৩
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৬	৯০
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২১	২২
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	১৮
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪১	৪৩
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৯	২১
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৬	২৪
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	৯
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩
	সর্বমোটঃ	৬৬০	৭১১

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে ডিসেম্বর/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে ডিসেম্বর/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	ডিসেম্বর/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৮৮৩.৬৫ মেঃ টন	১০৮.৫০০ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	১৯২.৮২৫ মেঃ টন	১৮ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩০৫.১২ মেঃ টন	৩৮.৬৪ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৭১.৫৫৪ মেঃ টন	৩২.৩০৬ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১.৭৫৭ মেঃ টন	৪৫ মেঃ টন	১০ মেঃ টন

৩

আলামতভিত্তিক মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

ডিসেম্বর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। ডিসেম্বর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৬০ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৭১১ জন। নভেম্বর/০৬ মাসের তুলনায় ডিসেম্বর/০৬ মাসে মামলার সংখ্যা বেড়েছে ১৬ টি এবং আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ৩০ জন। তবে, উল্লেখযোগ্য মামলার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৬১	১৯১	১.৬৪৫ কেজি
গাঁজা	১৮৭	১৯৮	৭৭.৬৮৯ কেজি
গাঁজা গাছ	৮	৭	৪৩ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৬৪	১৫৫	১৫৩৭.২ লিটার
দেশী মদ	১	-	৩ লিটার
বিদেশী মদ (লুজ)	২	৩	১.৮৭৫ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	১৫	১৭	৪১৪ বোতল
বিয়ার	২	২	১২১৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১৩	১৩	১৪৮.৩ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৫	৫	১২২ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৭৬	৯২	১৪৩১ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)	১	১	৬১ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১১	১২	১১০৩ লিটার
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	৩	৩	৩৬ এ্যাম্পুল
জাওয়া	৩	৩	২৪৪২৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৫	৫	৮২ এ্যাম্পুল
মুলি	২	-	১১০০ পিচ
ইয়াবা টেবলেট	১	৪	২৩ টি
নগদ অর্থ			২০৩৮০ টাকা
সি, এন, জি			১ টি
মোবাইল সেট			১১ টি
ট্রাক			১ টি
মোট	৬৬০	৭১১	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সাথে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	ডিসেম্বর/০৫	ডিসেম্বর/০৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	৩৬,৬৩,৯৩৯	৪৪,১৬,৯০৮
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫৩,৪৮,২১৬	৬৫,৩৯,০৩৪
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৭৮,৪১,৮৮১	১,৮৯,৬৫,৮৯৯
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩২,৫৮,৮৪৫	৩৮,২১,৯৭১
	মোট	৩,০১,১২,৮৮১	৩,৩৭,৪৩,৮১২

আইন-আদালত

ডিসেম্বর/০৬ মাসে মোট ৯৪ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৫১ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৪৩ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ৫২ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৬ জন। ডিসেম্বর/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩২৯৫৩ টি। উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	ডিসেম্বর/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৬	২৭	৪৫২১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৩	৩	৩১১০
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	-	-	২১৯৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৫৩৮
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	-	-	৫৩৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	-	-	৪৩৯
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	-	-	২৬৯০
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৮৪৯
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৫০৬
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৬৭৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৩৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৪৬
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৭
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৫৯
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৪২৩
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫	৫	২২৪০
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৫	৫	৭৬৪
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৩	৩	১০৭৬
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	-	-	৬৩৬
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১০০
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৬৩
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৭৭
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	-	-	৩৫৫৫
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৭	৭	১৪১৮
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	-	-	১২২৬
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	-	-	১৭৪৪
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	-	-	১৩১১
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩১২
	সর্বমোটঃ	৫১	৫২	৩২৯৫৩

India among top 20 drug hubs

The United States has named four Asian nations- India, Pakistan, Afghanistan and Myanmar- among the world's 20 major drug transit or major illicit drug producing countries.

These countries have "failed demonstrably" to make substantial efforts during the previous 12 months to adhere to international counter-narcotics agreements and to take measures specified in US law, President George W. Bush said in an annual report to the congress. Other 16 countries in the Presidential Determinations are; The Bahamas, Bolivia,, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Haiti, Jamaica, Laos, Mexico, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, and Venezuela, said a statement by the White House press secretary Monday.

On Sep 15, Bush had authorised Secretary of state Condoleezza Rice to transmit to the Congress the annual report on the Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for fiscal Year 2007, it said.

The report does not detail why India or Pakistan have been placed on the list, but says a country's presence on the Majors List is not necessarily an adverse reflection of its government's counter-narcotics efforts or level of cooperation with the United States, the presidential report said.

One of the reasons that major drug transit or illicit drug producing countries are placed on the list is the combination of geographical, commercial, and economic factors that allow drugs to transit or be produced despite the concerned government's most assiduous enforcement measures, it said. These Determinations required the president to consider each country's performance in areas such as reducing illicit cultivation, interdiction, law enforcement cooperation, extradition and measures to prevent and punish public corruption that facilitates drug trafficking or impedes drug-related prosecutions. The president also considered these countries' efforts to stop production and export of, and reduce the domestic demand for, illegal drugs.

On Afghanistan, the report said although President Hamid Karzai has strongly attacked narco-trafficking as the greatest threat to his country, one third, of the Afghan economy remains opium-based, which contributes to widespread public corruption.

The government at all levels must be held accountable to deter and eradicate poppy cultivation; remove and prosecute corrupt officials, and investigate, prosecute, or extradite narco-traffickers and those financing their activities, it said.

The US is concerned that failure to act decisively now could under mine security, compromise democratic legitimacy, and imperil international support for vital assistance, the report said.

Source: Source: DEA New Dehlhi Country Office Indian

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সিলেট উপ-অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন খান ১৪/০১/২০০৭ তারিখে, বরিশাল উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব মোঃ রুস্তম আলী ০১/১২/২০০৬ তারিখে, দিনাজপুর উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ নুরুল হক ৩০/০১/২০০৭ তারিখে, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব এ,বি,এম গোলাম মোস্তফা ১৮/০১/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)-তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন খান ১৪/০১/২০০৮ তারিখে, জনাব মোঃ রুস্তম আলী ০১/১২/২০০৭ তারিখে, জনাব মোঃ নুরুল হক ৩০/০১/২০০৮ তারিখে, জনাব এ, বি, এম গোলাম মোস্তফা ১৮/০১/২০০৮ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে ঢাকার মোহাম্মদপুর থানাধীন বাসা নং-৪১/৩৪/বি, ব্লক-বি, চাঁদ হাউজিং এ অভিযান চালিয়ে ২৫০ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ মোস্তাক আহমেদ কাজল (২৮) নামে একজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত কাজলের বাড়ি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন ভগবন্তপুর গ্রামে। ঘটনার সময় তিনটি প্যাকেটে মোড়ানো অবস্থায় ২৫০ গ্রাম হেরোইন, ১ টি মোবাইল সেট, হেরোইন মাপার কাজে ব্যবহৃত ১ টি নিক্তি, ১ টি বাটখারা ও হেরোইন বিক্রয়লব্ধ ৬৬,৭০০ নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। ডিসেম্বর/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৭৪৫	৭৪৫	-	৭৪৫	-
পুলিশ	৬৯৮	৬৯৩	-	৬৯৩	৫
বিডিআর	৭	৭	-	৭	-
র‍্যাব	১	১	-	১	-
সর্বমোট	১৪৫১	১৪৪৬	-	১৪৪৬	৫

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।